আওরঙ্গজেবকে নিয়ে আলোচনা আজও কেন একদেশদর্শিতাপূর্ণ ?

জি এম আবুবকর

সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নিয়ে উপন্যাসের নাম 'শাহজাদা আওরঙ্গজেব'! প্রথমে মনে হয়েছিল, এ বুঝি সম্রাটের জীবনের প্রাক-সম্রাট পর্বের জীবনকাহিনী আশ্রিত উপন্যাস। কিন্তু গ্রন্থপাঠের পর ধারণাটা বদলে গেল। গ্রন্থটিতে না আছে উপন্যাসের বাঁধুনি, না এটি একটি ইতিহাস গ্রন্থ, না সম্রাটের পূর্ণাঙ্গ জীবনী। একে বলা ভালো, সবকিছুর মিশেলে একটি ভিন্নধর্মী গ্রন্থ, যা উপেক্ষণীয় নয়। লেখক মুহাম্মদ আব্দুল আলিম লেখার মালমশলা সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন বুঝতে অসুবিধা নেই। তবে গ্রন্থ রচনায় তিনি কত শতাংশ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন সেটা নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়।

লেখককে প্রাণিত করেছে, মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রে সচরাচর যে হিন্দুবিদ্বেষী, অনুদার, সাম্প্রদায়িক ছাপ লাগানো হয়ে থাকে, সেগুলি তথ্যনির্ভর ঘটনার নিরিখে আর আওরঙ্গজেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণ বিমোচন করা। মানতেই হবে, লেখক বহুলাংশে সফল হয়েছেন। বাংলা ভাষায় এই বিতর্কিত মুঘল সম্রাটের ওপর বই খুবই অপ্রতুল। মুঘল আমলের দু'জন সম্রাট তুল্যমূল্য আলোচনায় অসাধারণ বলতেই হয়। একদিকে আকবর; তাঁকে বলা হয় 'মহামতি আকবর' এবং 'আকবর দ্য গ্রেট'। অন্যদিকে, আওরঙ্গজেবকে দাঁড় করানো হয়েছে ঠিক তার বিপরীত চরিত্র হিসেবে। আওরঙ্গজেবকে এক খল চরিত্রে পরিণত করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর অতিশয় জনপ্রিয় নাটক 'সাজাহান'-এ। আর বাংলার দর্শকরা আজও সেই চরিত্রায়ণ বিশ্বাস করে আসছেন। এ ব্যাপারে শুধু ভারতীয় লেখকরাই নন, পাশ্চাত্য লেখকরাও কম যান না। ২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসে টাইমস লিট ফেস্ট-এ আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে একটি ইতিহাসের বিষয় নিয়ে আলোচনায় পাঠকের মুখোমুখি হয়েছিলেন ডায়ানা প্রেসটন ওমাইকেল প্রেসটন (যার ছদ্মনাম অ্যালেক্স রদারফোর্ড। আলোচনার বিষয় ছিল; এমপেয়ার অফ দি মুঘলস এপিক রাইস অ্যান্ড ফল'। এই লেখকদ্বয় সম্রাট আওরঙ্গজেবকে বর্ণনা করলেন 'যুদ্ধোন্মাদ, অবিশ্বাসী, ভ্রাতৃহন্তক' বলে। এমনকি, সম্রাটকে তাঁরা 'প্যারানয়েড' বলেও লেবেল লাগালেন।

আমি অবাক হয়েছিলাম, কোনো শ্রোতাই তাঁদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নি। আমি লেখকদের কাছে মাত্র দুটি প্রশ্ন রেখেছিলাম, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, দেশের সিংহাসনে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকা একটি দুরূহ কাজ। ষড়যন্ত্র রক্তপাত, হানাহানির বিরাম থাকে না। সেক্ষেত্রে, একটি হিন্দুপ্রধান সাম্রাজ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব কোন যাদুবলে অর্ধশতাব্দী কাল ধরে সিংহাসনে টিকে ছিলেন ? তাঁর আমলে মুঘলশাসন সারা ভারতে কীভাবেই বা সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল ? বলা বাহুল্য, আমার প্রশ্ন দুটির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি এই পাশ্চাত্য দুনিয়ার লেখকদ্বয় ।

দুই! একটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। বছর দুই আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে, বিভাগীয় প্রধান ড. অমিত দে'র সভাপতিত্বে (বর্তমানে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক) একটি গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিল। বৃহদায়তন গ্রন্থটির নাম 'দারাশুকো দ্য ম্যান হু উড দ্য কিং' লেখকের নাম; অভিক চন্দ্র! ইনি যা বলেছিলেন, শাহজাদা দারা ছিলেন আসলে জ্ঞানমার্গীয় জগতের মানুষ। অনেকটা সুফী আদর্শের অনুসারী। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্য চালানোর মতো পাওয়ার পলিটিক্সে অনাগ্রহী ছিলেন। এমনকি, সম্রাট; শাহজাহান তাঁকে পরবর্তী সম্রাট হিসেবে মনোনীত করলেও তাঁর সাম্রাজ্যের ভার সামলানোর মতো যোগ্যতা ছিল না। তাঁর ওপর প্রাদেশিক এলাকায় অর্পিত শাসনকর্তার দায়িত্ব পালনে বিশেষ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেননি তিনি।

অন্যদিকে, আওরঙ্গজেব ছিলেন অসমসাহসী, যুদ্ধবিদ্যায় আকবরের মতোই পারদর্শী, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন। সাম্রাজ্যের যে কোনো দায়িত্ব পালনে তাঁকে কখনো পরাঙমুখ দেখা যেতো

না। তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসক হিসেবে আগেই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব যে অসাধারণ শাসক ছিলেন তার পরিচয় মেলে তাঁর প্রায় নয় দশকব্যাপী জীবনের অবসানের পর সিংহাসনের দখলদারিত্ব নিয়ে একবিন্দুও রক্তপাত বা হানাহানি ঘটেনি। এটাও তাঁর দূরদর্শিতার ফসল। যদিও পরবর্তীকালে হত্যা, রক্তপাত ঘটেছিল, এটা ইতিহাসের ভাষ্য। তিনি তাঁর ইন্তেকালের আগেই সাম্রাজ্যের দায়িত্ব উইল করে পুত্রদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। তাঁকে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী বলা হয়। কিন্তু তিনি হারেমের নারীদের অনেক স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শাহজাদী জেব-উন-নিসা চিরকুমারী থেকে সাহিত্য চর্চায় সক্ষম হতে পারতেন না, যদি সম্রাট তাঁর স্বাধীনভাবে জীবনাচরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতেন। জেব-উন-নিসার কবিতা বাঙালি কাব্যপ্রেমিরাও অল্পস্বল্প স্বাদ নিয়েছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাবলীল অনুবাদের মাধ্যমে।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তি। তিনি কারণে অকারণে প্রশংসায় ভুলতেন না। সম্রাটের উৎসাহে ঐতিহাসিক মীর্জা মহম্মদ খাঁ সম্রাটের প্রথম দশ বছরের রাজত্ব কালের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এরই নাম ছিল 'আলমগীর নামা'। কিন্তু এর পাণ্ডুলিপিখানি তিনি সম্রাটের হাতে জমা দেন অনেক দেরিতে, তাঁর শাসনকালের বত্রিশতম বর্ষে। কিন্তু ওই ঐতিহাসিককে আর কোনো অধ্যায় সংযুক্ত করতে নিষেধ করেন সম্রাট স্বয়ং। কারণ হিসেবে অনুমান করা হয়, 'আলমগীর নামায়' যেভাবে সম্রাটের কারণে অকারণে প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর শত্রুদের অশালীন ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে সেটা সম্রাটের পছন্দ হয়নি।

সম্রাট আওরঙ্গজেবকে মন্দির ধ্বংসকারী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্তে জানা যায়, তাঁর আমলে বহু মন্দিরের সংস্কার সাধনও তিনি করেছিলেন এবং তার সংখ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সংখ্যার চাইতে বেশি। অথচ একপেশে আলোচনায় সে সব তথ্য পরিহার করা হয়। তাঁকে অহেতুক ধর্মোন্মার্দের আরোপ লাগানো হয়। কিন্তু দেখা যায়, তাঁর আমলে অহিন্দুদের দখলে ছিল গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদ। এক্ষেত্রে একমাত্র সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান। তাঁকে অনেকে মনে করতেন 'জিন্দাপীর'। তিনি আসলে রাজর্ষীর জীবনযাপন করে গেছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী। যাপন করতেন দীন দরিদ্রের মতো জীবন। একজন সম্রাট অঢেল সুযোগ থাকা সত্বেও যাপন করতেন ভোগলালসাহীন শাহী জীবন। সর্বক্ষেত্রে শরিয়ত মেনে চলতেন তিনি। বিচার-আচার যুক্তিনিষ্ঠ পথে করতেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সম্রাট কারো বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি অমুসলিমদের ওপরে জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন তার যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। আলোচ্য গ্রন্থে তা নিয়ে লেখক সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

আওরঙ্গজেবকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে দেখানোর জন্য এক ধরণের ইতিহাসবিদ অজস্র পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন দ্য ডাউনফল অফ দ্য মুঘল এমপায়ার। কিন্তু বর্তমান লেখক সেসব আলোচনা পরিহার করেছেন। বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ একদেশদর্শিতায় ভুগেছেন। সেই সময়ে প্রান্তিক শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সম্রাট প্রশাসনের সবকিছু নিজে ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করতে গিয়ে শেষ দিকে খেই হারিয়ে ফেলতেন। দক্ষিণ ভারত শাসন করতে গিয়ে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সেসব বৃদ্ধবয়সে তাঁর পক্ষে সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'পার্বত্য মুশিক নামে পরিচিত অত্যন্ত কুশলী ধুরন্ধর উঠতি মারাঠা নৃপতি শিবাজীর সঙ্গে টক্কর দেবার ক্ষেত্রে সম্রাট সাফল্য লাভ করেননি। একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী সম্রাট আওরঙ্গজেবের বার্ধক্যের দিনগুলো নানান অশান্তি ও ব্যর্থতায় নিমজ্জিত অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল। লেখক মুহাম্মদ আব্দুল আলিম এ সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করেননি, কিন্তু যা করেছেন সেটাও মূল্যবান। তবে তাঁর ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগী হওয়া দরকার ছিল। প্রচুর বাক্যগঠন ও শব্দ প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। আশা করা যায়, বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ হলে এগুলির সংশোধন হবে এবং এটি একটি আদরণীয় গ্রন্থের মর্যাদা পাবে।

প্রভু তোমার স্মরণে...

রমযানে কলকাতার নাখোদা মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতের পর আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছেন এক মুসল্লি। ছবি: সন্দীপ সাহা।

জাকির নায়েকের সংস্থাকে বেআইনি ঘোষণায় সায় ইউএপিএ ট্রাইব্যুনালের

নয়াদিল্লি: বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন তথা ইউএপিএ ট্রাইব্যুনাল তার এক আদেশে কেন্দ্র সরকারের ১৫ নভেম্বর, ২০২১-এর নোটিশে জাকির নায়েকের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে (আইআরএফ) বেআইনি সংস্থা হিসেবে ঘোষণার বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছে। ট্রাইব্যুনাল তার আদেশে বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তার সঙ্গে তারা সম্পূর্ণ একমত। এমনকি রেকর্ডকৃত প্রমাণগুলিও এই দাবি করছে, সংস্থাটি বেআইনি কার্যকলাপে লিপ্ত। ট্রাইব্যুনালের আদেশে বলা হয়েছে, রেকর্ডে রাখা তথ্য-প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য। এই ট্রাইব্যুনালের মতে, ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে একটি বেআইনি সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই ট্রাইব্যুনাল ১৫ নভেম্বর, ২০২১ থেকে পাঁচ বছরের জন্য আইআরএফ-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য ভারত সরকারের আদেশে সায় দিয়েছে। গত ৩০ মার্চ জারি করা একটি নোটিশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ট্রাইব্যুনালের এই আদেশ সামনে এনেছে। আইআরএফ-এর কার্যকলাপকে ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা, অখণ্ডতা, নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছে ট্রাইব্যুনাল। অন্যদিকে আইআরএফ বলেছে যে, ফাউন্ডেশনকে একটি বেআইনি সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করার

কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। বেআইনি হওয়ার পাশাপাশি এটি অযৌক্তিক এবং অন্যায়। ইউএপিএ ট্রাইব্যুনালে ফাউন্ডেশন তার উত্তরে বলেছে, ফাউন্ডেশন অতীতে কখনও কোনও বেআইনি কার্যকলাপে লিপ্ত হয়নি । আর হয়েছে কি না তা দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণ নেই কারও কাছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৫৩(এ) বা ১৫৩(বি)-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনও বেআইনি কার্যকলাপ ঘটায়নি সংস্থা। ফাউন্ডেশনটি একটি নিবন্ধিত দাতব্য পাবলিক ট্রাস্ট। এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষামূলক, নৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি এতিমখানা, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা। যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি এবং শিক্ষাগত সহায়তা প্রদানও এর কাজের মধ্যে পড়ে। তারপরও কোন যুক্তিতে তারা দেশের পক্ষে হুমকিস্বরূপ, বুঝতে পারছে না সংস্থাটি। পূর্বে জারি করা নোটিশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উল্লেখ করেছিল যে, যদি এই বেআইনি সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ করা না হয়, তবে এটি তার নাশকতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করতে থাকবে। মন্ত্রক তার বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলেছে যে, ইসলাম প্রচারক জাকির নায়েকের বক্তৃতা এবং বিবৃতিগুলি ভারতে এবং বিদেশে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের যুবকদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করেছে। নায়েকের বক্তৃতাগুলি আপত্তিকর, ধ্বংসাত্মক যা ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণাকে বাড়িয়ে দেয়। মন্ত্রক আরও বলেছে যে, নায়েকের এই বিবৃতিগুলি সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে জনগণের মনকে কলুষিত করে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে ব্যাহত করতে পারে। দেশবিরোধী মনোভাব প্রচার করতে পারে, জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে বাড়িয়ে তুলতে পারে তার মতবাদ। প্রসঙ্গত, জাকির নায়েক ২০১৬ সাল থেকে মালয়েশিয়ায় বসবাস করছেন।

গুজরাতে বেওয়ারিশ পশু রোধে বিল পাস

'কালো আইন'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে মালধারীরা

আহমেদাবাদ, ৬ এপ্রিল: গুজরাত বিধানসভায় ছয়ঘন্টার বিতর্কের পর গরু-ছাগল পালনে গুজরাত ক্যাটল কন্ট্রোল (কিপিং অ্যান্ড মুভিং) ইন আরবান এরিয়াস বিল' নামে নতুন একটি বিল পাস হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শহরগুলোতে গরু-ছাগল পালনে এখন থেকে লাইসেন্স লাগবে। এর অন্যথা হলে জেলে যেতে হতে পারে, হতে পারে জরিমানাও। শহরের রাস্তায় বেওয়ারিশ পশুদের বিচরণ রোধেই এই নয়া বিল। বিলের বিধান অনুযায়ী, পৌর ও শহর এলাকায় গবাদি পশুর পালনে লাইসেন্স বাধ্যতামূলক হবে। যেসব গবাদিপশুর মালিক তাদের পালিত পশুদের পথে ছেড়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতা করে। কিছু বিজেপি বিধায়কও বিলের কিছু বিধান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে মালধারী (গবাদি পশু পালন করে যারা) সম্প্রদায় একে 'কালো আইন' বলে অভিহিত করে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে। সুরাট, রাজকোট, আহমেদাবাদ এবং অন্যান্য শহরে ওই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ আরও জোরাল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয় তারা। উল্লেখ্য, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে, বেওয়ারিশ পশুদের নিয়ে গুজরাট হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই আবেদনের শুনানির সময়, সরকার আশ্বাস দিয়েছিল, এই সমস্যা নিরসনে বাজেট অধিবেশনে একটি বিল আনা হবে। যদিও গবাদি পশু নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্ষমতাসীন বিজেপির পক্ষে সহজ নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুজরাটের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলটি মালধারী সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ করতে চাইবে না।

বিরোধীদের আপত্তি

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে গুজরাটের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী বিনোদভাই মোর্দিয়া বিধানসভায় বিলটি পেশ করেন। বিলটি পেশ করার সময় মোরদিয়া বলেন,

শহরাঞ্চলে গরু, ষাঁড়, মহিষ ও ছাগলকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, যার কারণে অনেক সময় যানজটের সমস্যা হয় এবং দুর্ঘটনারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নতুন বিল এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম হবে।

এই বিলের বিধান

এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে গরু পালনের লাইসেন্স থাকতে হবে।এই লাইসেন্সটি অবশ্যই সর্বদা প্রদর্শনে থাকতে হবে এবং সকলের কাছে দৃশ্যমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিষ্কার হতে হবে। এছাড়াও, ডিউটি অফিসারদের গবাদি পশু রাখা হয় এমন স্থানগুলি পরিদর্শন করতে হবে।প্রতিটি গবাদি পশুর জন্য ট্যাগিং বাধ্যতামূলক হবে। ট্যাগ করা হয়নি এমন গবাদি পশু বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিলেই ছেড়ে দেওয়া হবে।গবাদি পশুর মালিকদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের গবাদিপশু রাস্তায় বা সর্বজনীন স্থানে যেন বিচরণ না করে। যেসব গরুর মালিক তাদের গবাদি পশুর ট্যাগিং করেননি তাদের শাস্তি হিসেবে জেলে যেতে হতে পারে বা দশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হতে পারে। গবাদি পশু বাজেয়াপ্তকারী কর্মচারীদের কাজে বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও বিধান রয়েছে। তাদেরও জেলে যেতে হতে পারে নয়তো ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। গবাদি পশু মারা গেলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য তাদের যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা করতে হবে। এই বিলের বিধানগুলি আটটি পৌর কর্পোরেশন, আহমেদাবাদ, রাজকোট, ভাদোদরা, সুরাত, গান্ধীনগর, জুনাগড়, জামনগর, ভাবনগর ছাড়াও ১৫৬ টি পৌরসভায় প্রযোজ্য হবে।

মালধারী সম্প্রদায়ের জন্য সমস্যা

এই বিলের বিধানের বিরুদ্ধে গুজরাটের মালধারী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তারা একে 'কালো আইন' বলে এর বিরোধিতা করছে। মালধারী একতা সমিতির নেতৃত্বে আহমেদাবাদের বাপুনগরে ধর্না বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভকারীরা এই বিল বাতিলের স্লোগান দেয়। কমিটির চেয়ারম্যান নাগজিভাই দেশাইয়ের মতে, আমরা উদ্বিগ্ন যে বেওয়ারিশ প্রাণীগুলি যানবাহনের সমস্যা সৃষ্টি করে এবং কখনও কখনও দুর্ঘটনাও ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে, গবাদি পশুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই তবে এই জাতীয় বিল চালু করার আগে, সরকারের উচিত এর সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তব দিকগুলোও বিবেচনা করা।

সরকারের জন্য সমস্যা

হিন্দু ধর্মে গরুকে পবিত্র মনে করা হয়। মানুষ জন্ম, মৃত্যু বা যেকোনো শুভ অনুষ্ঠানে গরুকে চারণ খাওয়ায়। কিছু মালধারী তাদের গবাদি পশু মন্দিরে বা খোলা জায়গায় বেঁধে রাখে যাতে পাশ দিয়ে যাওয়া লোকেরা গবাদি পশুকে খাওয়াতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেতে পারে। হাইকোর্টে বেওয়ারিশ প্রাণী সমস্যা নিয়ে শুনানির সময় বিচারপতিদের বেঞ্চ তাদের বক্তব্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানান। একইসঙ্গে বাজেট অধিবেশনে এ সংক্রান্ত একটি বিল আনার কথাও হয়। সে সময় বেঞ্চ বলেছিল, এ ধরনের আইন বাঞ্ছ স্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে। আইনগত বিধান থাকলেও সেগুলো মানা হচ্ছে না।

মার্চ মাসে গুজরাট সরকার যে বাজেট পেশ করেছিল, তাতে অর্থমন্ত্রী কানুভাই দেশাই গোঃ পালন ও নিরাপত্তার জন্য ৫০০ কোটি টাকার 'মুখ্যমন্ত্রী গো মাতা পোষণ যোজনা' ঘোষণা করেন।এর আগে, শহুরে জমি সিলিং আইন থেকেও গোয়ালঘরগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।এছাড়াও বেওয়ারিশ গবাদি পশুর জন্য অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। যারা গরু-ভিত্তিক কৃষি করেন তাদের জন্য ২১৩ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল। বিধানসভায় বিতর্ক চলাকালীন বিলটির পক্ষে, বিজেপি বলেছে যে এই বিলের উদ্দেশ্য হল বেওয়ারিশ প্রাণী নিয়ন্ত্রণ করা। বিজেপির দাবি, এই আইন চালু হলে গরুর মালিকদের কোনো সমস্যা হবে না।

বাঙালির নয়া পর্যটনকেন্দ্র জঙ্গলমহলের রূপসি পুরুলিয়া

দীপক মাহান্তি

বসন্ত পেরিয়ে গেল তবু পুরুলিয়ার রূপ এখনও পর্যটকদের টানছে। এবারে চারদিকে অসম্ভব রকমের পলাশ ফুল ফুটেছে। বান্দোয়ান থেকে পুরো জঙ্গলমহল অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন এলাকা বড়ন্তি গড়পঞ্চকোট সব জায়গাতেই পর্যটকের ভিড়ে ছিল ঠাসা। এখনো প্রচুর পর্যটক প্রতিদিন আসছেন। গত দু'বছর করোনার জন্য ভিড় অনেকটাই কম ছিল কিন্তু এ বছর যেন প্রকৃতি সবকিছু পুষিয়ে দিয়েছে। পুরো জঙ্গলমহল এখনও লালে লাল। স্থানীয়দের মতে আগামী ১৫ দিন অব্দি এই পলাশফুল থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে সব ঝরে পড়ে যাবে। রাঢ় বাংলার রুক্ষ জমিতে এই সময় মাতিয়ে দেয় পলাশ। এছাড়া এই সময়ে ঘেঁটু ফুল বিভিন্ন রকমের ভিন্ন ভিন্ন রঙের কুটুস ফুল ছাড়াও বহু অনামী ফুল জঙ্গলমহল কে রূপবতী করে রাখে। কুসুমের নতুন পাতা গজানো এত সুন্দর লাগে যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। শালের ফুল এবং সবুজ নুতন পাতা যার মাতাল করা গন্ধ প্রতিটি পর্যটককে আকর্ষণ করে।

মাওবাদীদের খুনোখুনি রাজনীতির জন্য অনিন্দ্যসুন্দরী জঙ্গলমহল তার মুখ লুকিয়ে রেখে ছিল। গত চার-পাঁচ বছর ধরে এলাকা মাওবাদী মুক্ত হয়ে গেছে। কোথাও কোনো রকম ভয় নেই। সাধারণ মানুষ অবাধে বিচরণ করছেন। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগ পুরুলিয়ার প্রশাসন পর্যটন স্থান গুলি মনোরম করার যথাযোগ্য চেষ্টা করেছেন। তাই বাঙ্গালীদের এখন দু-তিন দিনের জন্য নয়া ডেস্টিনেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুলিয়া। প্রচুর বাইক আরোহী প্রতিদিন কলকাতা সহ সারা

রাজ্য থেকে পুরুলিয়া তে আসছেন। দু-তিন বছর আগে এত বেশি বাইকে করে মানুষজন আসতেন না। স্থানীয়দের মতে, আগামী দিনে পর্যটনে বাইক রাইডাররা ইতিহাস গড়বে।

অযোধ্যা পাহাড়, বামনী জলপ্রপাত, খয়রাবেড়া জলাধার, মর্গুমার জলাধার, অযোধ্যার আপার ড্যাম লোয়ার ড্যাম, লহরিয়া শিব মন্দির, মাঠার ট্রাকিং করার পাহাড়, পাখি পাহাড় ময়ূর পাহাড় পকরকচা জলাধার এছাড়াও বড়ন্তি, গড়, কাশিপুর রাজবাড়ি চেলিয়ামার তেলকুপি, জৈনদের বিভিন্ন নিদর্শনের পুঞ্চার পাকবেরিয়া মন্দির, প্রায় ৩ হাজার বছরের পুরোনো জয়পুরের দেউলঘাটা মন্দির, বান্দোয়ান এর দুয়ারসিনির গা ছমছমে জঙ্গল বরাবাজারের ঝরনা কোচা সব জায়গাতেই প্রকৃতি যেন পলাশ দিয়ে ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছে।

বাতাসে কোন দূষণ নেই, নেই শহরের কোলাহল আছে এক অসম্ভব নিস্তব্ধতা। রয়েছে বিভিন্ন পাখির কলতান সঙ্গে অপরূপ জ্যোৎস্নারাত্রি আর গা ছমছমে হাতির ভয়। মাঝে মাঝে দূরে ময়ূরের তীক্ষ্ণ ডাকে ভেঙে যাবে নিস্তব্ধতা। হঠাৎ করে শুকনো শালপাতার মধ্যে মড়মড় আওয়াজে বন শূকরের দৌড় এবং হরিণের লুকোচুরি দেখা মিললেও মিলতে পারে। পুরুলিয়ার আদিবাসীদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন, মহুয়ার গন্ধে মাতাল করা বাতাসে তাদের ধামসা মাদল সহযোগে আদিম নাচ মন ভরিয়ে দেবে। পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে আসার জন্য এখন হাওড়া থেকে অনেকগুলো ট্রেন রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বাস। রাতে ধর্মতলা থেকে বেশ কয়েকটি বাস পুরুলিয়া বলরামপুর ঝালদা বান্দোয়ান মানবাজারের জন্য ছাড়ে।

নিজের গাড়িতে বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল রঘুনাথপুর হয়ে পুরুলিয়া আসা যায়। এছাড়াও আরামবাগ বিষ্ণুপুর মানবাজার দিয়েও পুরুলিয়া ঢোকা যায়। অনেকে খ ড়গপুর ঝাড়গ্রাম বেলপাহাড়ি বান্দোয়ানের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়া আসেন। আরো কিছু রাস্তা রয়েছে যা দিয়ে খুব সহজেই কলকাতা থেকে ৬ থেকে ৭ ঘন্টার মধ্যে পুরুলিয়া আসা যায়।

পাম্পে পেট্রোল ডিজেল কিনতে নিত্য ঠকছেন উপভোক্তারা, সাবধান

সাকিল আহমেদ

দেশ জুড়ে বাড়ছে তরল সোনা পেট্রোলের দাম। আর সেই দাম বাড়ার সময় যদি আপনি পেট্রোপণ্য কিনতে গিয়ে ঠকে যান আর তেল কম পান তাহলে ভাবার বিষয়। সভ্যতার রথ এখন তেলেই চলে। তেল ভরানোর সময় প্রতারণা রুখতে আপনাকে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবেএবং সতর্ক থাকতে হবে। অধিকাংশ মানুষ পেট্রোল পাম্পে গিয়ে ১০০, ২০০ এবং ৫০০ টাকার রাউন্ড ফিগারে তেল ভর্তি করেন। অনেক সময় পেট্রোল পাম্প মালিকরা মেশিনে রাউন্ড ফিগার ঠিক করে রাখেন। সেক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রতারণার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই আপনি কখনো রাউন্ড ফিগারে পেট্রোল ভরবেন না। আপনি রাউন্ড ফিগার থেকে ১০ বা ২০ টাকা বেশি পেট্রোল নিতে পারেন। সব থেকে ভাল উপায়, আপনি লিটারের হিসেবে পেট্রোল বা ডিজেল গাড়িতে ভরান। আর হাতে খুচরো না থাকলে অনলাইন পে করে দিন।

তবে বলা ভালো সব পেট্রোল পাম্প নিশ্চয়ই এমনভাবে গ্রাহকদের ঠকায় না। বহু জায়গায় বেশ কিছু পাম্প এমন ঠকবাজি ব্যবসা করে। অনেক সময় ধরাও পড়ে। একটা পেট্রোল পাম্পে জল মিশিয়ে তেল বিক্রির অভিযোগে মালিক ও কর্মীদের গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এক পাম্পের কর্মচারী নাম

প্রকাশে অনিচ্ছুক জানালেন এই প্রতারণার খবর। তিনি জানান,বাইক বা গাড়ির ট্যাঙ্ক একেবারে খালি হতে দেবেন না। কিছুটা তেল থাকতে থাকতে ভরুন। নাহলে এতে আপনার গাড়ির ট্যাঙ্কে বাতাস থাকবে। এমন অবস্থায় পেট্রোল ভরানোর সময় বাতাসের কারণে পেট্রোলের পরিমাণ কমে যায়। সবসময় অন্তত অর্ধেক ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রোল রাখা ভাল। পেট্রোল চুরি করতে পাম্প মালিকরা অনেক সময় আগে থেকেই মিটারে কারসাজি করে রাখে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের অনেক পেট্রোল পাম্প এখনও পুরানো প্রযুক্তিতে চলছে। ফলে সেখানে এমন কাজ করা খুব সহজ।